ষোড়শ অধ্যায়

জ্যাঁ জ্যাক্‌শ রুশো

(১৭১২ - ১৭৭৮)

এক ঝলকে ঃ

সংক্ষিপ্ত জীবনী; রুশোর শিক্ষাদর্শন; রুশোর শিক্ষানীতি; রুশোর মতে প্রকৃতিবাদী চিন্তাভাবনা; নেতিবাচক শিক্ষাচিন্তা (Negative Education); অস্তিবাচক শিক্ষাচিন্তা (Positive Education); শিক্ষার লক্ষ্য; রুশোর মতে পাঠ্যক্রম—শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে; রুশোর মতানুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি; শিক্ষক; শৃঙ্খলা; রুশোর মতে নারীশিক্ষা; রুশোর লেখা পুস্তকাবলী; শিক্ষাক্ষেত্রে রুশোর অবদান; রুশোর শিক্ষাচিন্তার সীমাবদ্ধতা; মন্তব্য।

*** রুশো (Rousseau) ঃ**

বিভিন্ন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্‌গণের মধ্যে যে শিক্ষাবিদের নাম আমরা সর্বাগ্রে স্মরণ করি তিনি হলে ফরাসী শিক্ষাবিদ জ্যাঁ জ্যাকশ্‌ রুশো। আধুনিক শিক্ষা তথা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তক হিসাবে রুশোর নাম সর্বজনবিদিত। দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ রুশোই সর্বপ্রথম প্রচলিত গতানুগতিক পুথিকেন্দ্রিক, শিক্ষক নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজের মতামত জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমানে বিষয় হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞানের বা Education-এর যে এত শ্রীবৃদ্ধিসাধন হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তার অন্যতম হোতা। হিসাবে জ্যাঁ জ্যাকশ্‌ রুশোর অবদান অবিস্মরণীয়। বাস্তবে রুশোকে বাদ দিয়ে শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস ভাবাই যায় না।

*** সংক্ষিপ্ত জীবনী (Brief Life History) ঃ**

জ্যাঁ জ্যাক্‌শ রুশোর জন্ম হয় ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে জেনেভা শহরে। খুব কম বয়সেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। ফলে মায়ের স্নেহ-ভালবাসা থেকে তিনি বঞ্চিত হ'ন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র ঘড়ি প্রস্তুতকারক। এইজন্য তিনি বিদ্যালয়ে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে নানাবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। তিনি কিছুদিন

সঙ্গীত সমালোচক (Music Critic) হিসাবে কাজ করেন। তিনি ১২ থেকে ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত যাযাবরের ন্যায় বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান এবং বিভিন্ন ধরনের লোকের সংস্পর্শে আসেন। এই সময়েই তিনি গরিব মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হ'ন এবং প্রকৃতিপ্রেমী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন যার বিষয়বস্তু ছিল "Has the restoration of Science and Arts Contributed to Purify or Corrupt Morals"। এই প্রবন্ধে তিনি দ্বিধাহীনভাবে মহান আদিম মানুষের প্রশংসা করলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু বই লিখেছিলেন।

এর মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত 'Emile' বইটি তাঁকে যথেষ্ট খ্যাতি এনে দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বইটি অমূল্য সম্পদ হিসাবে আজও বিবেচিত হয়। বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে শেষ বয়সে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় তিনি ফ্রান্সে ফিরে আসেন এবং ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

*** শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy) ঃ**

রুশোর শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবন দর্শন দ্বারা যে অনেকাংশে প্রভাবিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি প্রকৃতিবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রকৃতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এইজন্য তিনি বলেছেন, "Everything is good as it comes from the hands of the author of nature but everything degenerates in the hands of men"। অর্থাৎ "প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তার হাত ধরে যা কিছু আসে, সবকিছুই ভাল কিন্তু মানুষের হাতে আসলে সব কিছুই খারাপ হয়ে যায়।" রুশো মানুষকে যথার্থভাবে গড়ে তোলার জন্য এবং তার শিক্ষালাভের সকল মাধ্যম যথা রাষ্ট্র, সমাজ, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কৃত্রিম বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে কৃত্রিম পরিমণ্ডলে কখনও প্রাকৃতিক মানুষ (natural man) গড়ে উঠতে পারে না।

আবার তাঁর শিক্ষাচিন্তায় তথা শিশুকে প্রাধান্য দেবার কথা বেশি করে গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর মতে, শিশুর চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা, আগ্রহ, প্রবণতা, রুচি—সবকিছুকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে। রুশোর আগে শিশুকে এত গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেবার কথা আর কোনও শিক্ষাবিদ এত জোরালোভাবে বলেন নি।

রুশোর শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় তাঁর লেখা পুস্তক 'Emile' থেকে। অনেক শিক্ষাবিদ্‌ Emile কে রুশোর মানসপুত্র হিসাবে চিহ্নিত

Scanned with OKEN Scanner

করেছেন। Emile প্রসঙ্গে চিন্তাবিদ Morle মন্তব্য করেছিলেন, "Emile is the seed book of future history"। Emile বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। Emile-এর প্রথম চারটি অধ্যায় থেকে মানব জীবনের প্রথম চারটি পর্যায় যথা— শৈশব (Infancy), বাল্যকাল (boyhood), বয়ঃসন্ধির প্রথম পর্যায় (early adolescence) এবং বয়ঃসন্ধির পরবর্তী পর্যায় (late adolescence)-এর বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর পঞ্চম অধ্যায়ে বয়স্ক হবার পর Emile-র জীবনসঙ্গীনি Sophy-র শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে রুশোর নিজস্ব মতামত প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং Emile পাঠ করলে একই সাথে ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রুশোর চিন্তাভাবনা কিরূপ ছিল সে ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। বাস্তবে Emile-র শিক্ষাচিন্তা বলতে গিয়ে তিনি সার্বিকভাবে শিশুর শিক্ষা কেমন হবে বা কোনপথে পরিচালিত হবে সে ব্যাপারে আলোকপাত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে প্রথমে শিশুর প্রকৃতিকে জানতে হবে এবং তারপর তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এইজন্য তিনি বলেছেন, "The child is a book which the teacher has to learn from page to page"।

রুশো মন করতেন যে শিশু কতকগুলি জৈবিক সত্তা নিয়ে জন্মায়, সমাজের কৃত্রিম পরিবেশে সেইসব জৈবিক সত্তা বা প্রকৃতির যথার্থ বিকাশ ঘটে না। তিনি শিশুকে জীবনের প্রথম কয়েকবছর সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার উপদেশ দিয়েছেন। আধুনিক নগর জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ তাঁর শিক্ষাচিন্তায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এইজন্য তিনি বলেছেন, 'Cities are the graves of the society'। অর্থাৎ "নগরগুলি হল সমাজের কারখানা।"

*** রুশোর শিক্ষানীতি (Principles of Education of Rousseau) :**

রুশোর শিক্ষনীতির মূল বক্তব্য নিম্নরূপ—

(i) মানসিক প্রকৃতি—শিশুর প্রক্ষোভ, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, চাহিদা ইত্যাদি গুলো তার মানসিক প্রকৃতি।

(ii) জৈবিক প্রকৃতি—যে সব প্রকৃতি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সঙ্গে নিয়ে জন্মায় তাদের বলে জৈবিক প্রকৃতি।

(iii) জাগতিক প্রকৃতি—পাহাড়, নদী, গাছপালা ইত্যাদি হল জাগতিক প্রকৃতি। এই তিন প্রকার প্রকৃতি থেকে শিশু যে জ্ঞানলাভ করে তার ফলে সহজেই সে প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজন করতে সক্ষম হয়।

*** রুশোর মতে প্রকৃতিবাদী চিন্তাভাবনা (Concept of Naturalism according to Rousseau) :**

রুশোর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে প্রকৃতিবাদী ভাবনার ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ তাঁর মতে শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি অনুযায়ী। তিনি মনে করতেন, "Nature is the spontaneous development of the innate disposition of the child. It is the instinctive judgement, primitive emotions, natural instincts and first impressions"। তিনি শিশুকে প্রকৃতির বুকে রেখে, প্রকৃতি থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলার কথা বলেছেন। এইপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "When I want to train a natural man, I do not want to make him a savage and to send him back to the words, but that living in the whirl of social life"। সভ্য মানুষ, শিক্ষিত মানুষ অধিকাংশ সময় প্রকৃতি অবদান বিস্মিত হয়ে যা, যা রুশো একেবোরেই পছন্দ করতেন না। পরিবর্তে তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতির বুকে ফিরে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর "Go back to nature" আহ্বানটি বাস্তবিকই তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

*** নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education) :**

রুশো নেতিবাচক শিক্ষার কথা ব্যাপকভাবে বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে নেতিবাচক শিক্ষা বলতে শিক্ষার অভাবকে বোঝায় না, পরিবর্তে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প পদ্ধতির কথা তিনি বলতে চেয়েছেন। রুশো নেতিবাচক শিক্ষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন—

(১) শিশুর সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন;
(২) আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি অনুসরণ;
(৩) শৈশবে সময় না বাঁচানোর ব্যবস্থা;
(৪) পুঁথিগত শিখনের ব্যবস্থা না থাকা;
(৫) কোনও অভ্যাস গঠনের প্রয়োজন নেই;
(৬) কোনও প্রত্যক্ষ নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকা;
(৭) কোনও প্রথাগত শৃঙ্খলা থাকবে না;
(৮) চিরাচরিত শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ না করা;
(৯) ধারণা অপেক্ষা উদাহরণ শ্রেয়;
(১০) কাজের মাধ্যমে শিখনের নীতি অনুসরণ;
(১১) সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক জ্ঞানলাভ করা;

Scanned with OKEN Scanner

আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণের মধ্যে অনেকে রুশোর নেতিবাচক শিক্ষার সমালোচনা করেছেন। তথাপি সেই সময়ে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাব বাঁধাধরা গণ্ডির বাইরে তিনি যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষতঃ নেতিবাচক শিক্ষার কথা বলেছেন তার গুরুত্ব আজও অপরিসীম।

*** অস্তিবাচক শিক্ষা (Positive Education) ঃ**

রুশো একদিকে যেমন নেতিবাচক শিক্ষার (Negative Education) কথা বলেছেন, অপরদিকে তেমনি অস্তিবাচক বা ইতিবাচক শিক্ষার (positive education) কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন, "I call a positive education one that tend to form mind prematurely and to instruct the child in the duties that belong to a man।" অর্থাৎ "অস্তি বা ইতিবাচক শিক্ষা বলতে আমি এমন শিক্ষাকে বুঝি যা অপরিণত মনকে পরিণত হ'তে এবং শিশুকে তার কর্তব্য পালনে নির্দেশনা দেয়, যা বাস্তবে মানুষের কাজ"। রুশোর মতে এই ধরণের শিক্ষা শিশুর তিন বা চার বছর বয়স থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত চালু থাকা উচিত।

*** শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education) ঃ**

শিক্ষার লক্ষ্যকে রুশো নানাভাবে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এইজন্য তিনি বলেছেন, "The aim of education was the attainment of fullest natural growth of the individual, leading to balanced, harmonious, useful and natural life. The real aim of education is no help the child to live his life"। এইজন্য তিনি Emile-কে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। রুশোর মতে, "To live is not merely to breathe. It is to act, to make use of our organs, senses, our faculties and all those parts of ourselves which give us the feeling of our existence"। অর্থাৎ "বাঁচা বলতে বোঝায় সক্রিয় হওয়া, কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা, জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে কার্যকর করা এবং মানসিক ক্ষমতাগুলির যথার্থ ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া।"

শিশুর বিভিন্ন বয়সে শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন হওয়া উচিত হলে রুশো মনে করতেন। যেমন— শৈশব শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর শরীর স্বাস্থ্য গঠন করা। এই সময় শিশুকে কোন নৈতিক বা সামাজিক শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই।

বাল্যকালে শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর ইন্দ্রিয় ও মানসিক ক্ষমতার অনুশীলন। কৈশোর শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করা। এই সময় সে সেইসব জ্ঞান আহরণ করবে যেগুলি প্রয়োজনীয় এবং মূল্যসম্পন্ন। এইজন্য তাকে একটি

শিল্প শেখানো যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে রুশো বলেছেন, "To live is the trade I wish to teach him"।

সবশেষে যৌবনে শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা। এইসময় তাকে অবশ্যই সমাজ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

*** পাঠ্যক্রম (Curriculum) ঃ**

রুশো সাধারণভাবে কোন পাঠ্যক্রমের কথা বলেন নি। তবে শিশুর জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে তার প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার পাঠ্যক্রমের কথা বলেছেন, যথা—

শৈশবে পাঠ্যক্রম—জীবন বিকাশের প্রথম স্তর শৈশব। যার স্থিতিকাল ১ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত। এই পর্যায়ে শারীরিক সক্ষমতা বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়। এই সময় শিশুকে স্বাধীনভাবে গ্রামের দিকে ঘুরতে দিতে হবে। তার খেলার সামগ্রীও হবে খুব সরল প্রকৃতির যেমন গাছের ডাল, ফুল, ফল ইত্যাদি। কোনও দামী খেলনা তাকে দেওয়া হবে না। শিশুর অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলি যাতে পুষ্ট ও সবল হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই পর্যায়ে তাকে কোন অভ্যাস গঠনের প্রয়োজন নেই। এইজন্য তিনি বলেছেন। "The only habit the child should be allowed to contract is that of having no problem"।

বাল্যকালে পাঠ্যক্রম—বাল্যকালের সময়কাল ৫ থেকে ১২ বছর। এই সময় তার ইন্দ্রিয় বিকাশের উপর জোর দিতে হবে। শিশুকে ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মশিক্ষা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে সে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা প্রকৃতি থেকে যাতে জ্ঞান আহরণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কৈশোরে পাঠ্যক্রম—এই স্তর তৃতীয় স্তর হিসাবে চিহ্নিত যার সময় ১২ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত। এই স্তরেও রুশো বিশেষ কোনো বই পড়ার নির্দেশ দেন নি। বইয়ের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা প্রকাশ হতে দেখা যায়। "I hate books that curse to children"। অর্থাৎ "আমি বই ঘৃণা করি কারণ, এগুলি শিশুর কাছে অভিশাপ স্বরূপ।" আবার তিনিই বলেছেন যে বই যদি পড়তেই হয় তাহলে 'রবিনসন ক্রুশো' পড়ানো যেতে পারে।

যৌবনে পাঠ্যক্রম—চতুর্থ স্তরের সময়কাল ১৫ থেকে ২০ বছর। এই স্তর থেকে শিশুকে সামাজিক শিক্ষা দেওয়া শুরু হবে। অর্থাৎ এই সময় থেকে শিশুকে সহযোগিতা, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি

Scanned with OKEN Scanner

বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। এই স্তরের পাঠক্রমে সাহিত্য, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অঙ্কন, শিল্প, সঙ্গীত, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয় স্থান পাবে।

*** শিক্ষাদান পদ্ধতি (Method of Teaching) :**

রুশো শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসাবে আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি (heuristic method) কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি Art of Teaching প্রসঙ্গে বলেছেন, "To know how to suggest is the art of teaching"। রুশোর শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ—

(ক) বইকে গুরুত্ব না দেওয়া। রুশো নিজেই বলেছেন, "I hate books. They only teach us to talk about things that we know nothing about"।

(খ) নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার্থীকে সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা, বই থেকে নয়। এই জন্য তিনি বলেছেন, "Let the child not be taught science, let him discover it"।

(গ) ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাদান।

(ঘ) খুব অসম্ভব না হলে জিনিস না দেখিয়ে জিনিসের প্রতিরূপ দেখানোর ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব কমানোর ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ সরাসরি জিনিস দেখিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

*** শিক্ষক (Teacher) :**

রুশো শিক্ষককে খুব বেশি প্রাধান্য দেননি। শিক্ষক নির্দেশনা দাতা নন। তিনি হবেন পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীদের শিখনে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি শিশুর প্রকৃতি বুঝতে সমর্থ হবেন এবং তার (শিশুর) প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন। তিনি শিশুর উপর কোন নিয়ম বা বিধি জোর করে চাপিয়ে দেবেন না। তিনি শিশুকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেবেন এবং তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করবেন। শিক্ষক প্রসঙ্গে রুশো বলেছেন, "The highest function of the teacher consists not so much in imparting knowledge as on stimulating the pupil in its love and pursuit"।

*** শৃঙ্খলা (Discipline) :**

রুশো শিশুকে অবাধ শৃঙ্খলাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য তিনি বলেছেন, "Leave the child free"। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য শিশুকে কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া অনুচিত। এইজন্য তিনি বলেছেন, "Children should never receive punishment as such, it should

always come as the natural consequence of their fault।" তিনি মনে করতেন আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, জলে ভিজলে অসুখ করে, অতিভোজনে পেটের পীড়া হয়—এইসব তাত্ত্বিক কথা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার নেই। সে প্রকৃতির কাছ থেকে যেটি শিখবে সেটি চিরস্থায়ী হবে এবং একইসাথে নিজের ভুল নিজে সংশোধন করে নেবে। অর্থাৎ রুশোর মতে সার্বিকভাবে শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারটি শিশু বা শিক্ষার্থী নিজেই নিয়ন্ত্রণ করবে।

*** নারীশিক্ষা (Women Education) :**

রুশোর মতে নারীশিক্ষা হবে পুরুষদের থেকে পৃথক। তিনি বিশ্বাস করতেন, "Woman is made specially to please man"। অর্থাৎ নারী, পুরুষকে বিশেষভাবে তুষ্ট করার জন্য প্রস্তুত।" নারীশিক্ষার লক্ষ্য হবে নারীকে পুরুষের যোগ্য জীবনসঙ্গিনী হিসাবে গড়ে তোলা। এইজন্য এমিল গ্রন্থে তিনি সোফির শিক্ষাপরিকল্পনা সেইভাবে রচনা করেন। তাঁর মতে পুরুষের জীবনকে সুখী ও আনন্দময় করে তোলাই হবে নারীশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। মেয়েদের অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই। নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "A woman of literacy education (culture) is the plague of her husband, her children, her family, her servants and everybody"। এইজন্য তিনি সোফির পাঠ্যক্রমে নাচ, গান, সেলাই, গৃহস্থালীর কাজ, ঘর সাজানো ইত্যাদি রাখার কথা বলেছেন। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণের মতে শিশু শিক্ষা সম্পর্কে রুশো এত প্রগতিশীল অভিজ্ঞ মত ব্যক্ত করলেও নারীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ছিল যথেষ্ট সেকেলে, সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল।

*** রুশোর লেখা পুস্তকাবলী (Books Written by Rousseau) :**

রুশো যেসব বই লিখেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—The Progress of the Art and the Science (1750); The Origin of Inequality Among Men (1753); The New Heloise-Romance (1759); Social Contract (1762); Emile (1762) ইত্যাদি।

*** শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান (Contribution in the Field of Education) :**

শিক্ষাক্ষেত্রে রুশোর যেসব অবদান আজও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় সেগুলি হল—

(ক) তিনি চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার কথা প্রথম ঘোষণা করেন;

Scanned with OKEN Scanner

(খ) কাজের মাধ্যমে শিখন (Learning by doing)-এর উপর তিনি বেশি গুরুত্ব দেন;

(গ) তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি (heuristic method)-র কথা বলেছিলেন;

(ঘ) রুশোর মতে শিক্ষক অবশ্যই শিক্ষার্থীকে যথার্থভাবে অনুশীলন করবেন;

(ঙ) রুশোই সর্বপ্রথম শিশুর ইন্দ্রিয় অনুশীলন এবং শারীরিক সক্ষমতা বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন;

(চ) স্বাধীনতা, বৃদ্ধি, আগ্রহ, সক্রিয়তা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক;

(ছ) বর্তমানে প্রচলিত বৃত্তিশিক্ষার বিকাশ রুশোর প্রদর্শিত পথ ধরেই সম্ভব হয়েছে;

(জ) শৃঙ্খলা সম্পর্কে তাঁর ধারণাও যথেষ্ট আধুনিক;

(ঝ) রুশোর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে গণতান্ত্রিকতা পরিলক্ষিত হয়;

*** রুশোর শিক্ষাচিন্তার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Educational Thoughts of Rousseau) :**

রুশোর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে যথেষ্ট প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতা পরিলক্ষিত হয় ঠিকই। কিন্তু তাঁর শিক্ষাচিন্তার মধ্যেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যথা—

(ক) রুশো শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা দেবার কথা বলেছেন, যা খুব একটা সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ অতিরিক্ত স্বাধীনতা পেলে শিক্ষার্থী বখে যেতে পারে।

(খ) রুশো সর্বদা প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলেছেন। কিন্তু শিশুর সর্বশিক্ষা প্রকৃতির বুকে সঠিকভাবে সম্ভব নয়।

(গ) প্রকৃতিবাদে যেভাবে বই ও অন্যান্য শিক্ষামাধ্যমের গুরুত্ব অস্বীকার করা হয়েছে তা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়।

(ঘ) রুশো শিক্ষককে শুধুমাত্র পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে বলেছেন, যা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেনে নেওয়া যায় না।

(ঙ) নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে রুশোর চিন্তাধারার মধ্যে খুব একটা আধুনিকতা ও প্রগতিশীল ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় না।

(চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুরোপুরি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপযোগী করে গড়ে তোলা সবসময় সম্ভব নয়।

(ছ) রুশো তাঁর যাবতীয় তত্ত্ব ও নীতিগুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি।

(জ) উচ্চস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃতিবাদের ব্যাপক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় না।

*** মন্তব্য (Comment) :**

শিক্ষাক্ষেত্রে রুশোর অবদান আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ তিনিই প্রথম গতানুগতিক পুথিকেন্দ্রিক শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীদের দ্বারা স্বার্থকতা পায় এবং শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়। বাস্তবে রুশোর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে স্ববিরোধিতা, অতিরঞ্জন, অর্ধসত্য প্রভৃতি নানাবিধ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এমন কি নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য মোটেই আধুনিক ও সময়োপযোগী নয়। তথাপি গতানুগতিক শিক্ষাচিন্তার বিরোধিতা করে নতুন শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য তিনি শিক্ষার ইতিহাসে আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক।

প্রশ্নাবলি

❖ সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলি :

১। রুশোর শিক্ষাদর্শনের মূল বক্তব্য কী?
২। রুশোর শিক্ষানীতি কী?
৩। নেতিবাচক শিক্ষা কী?
৪। অস্তিবাচক শিক্ষা বলতে কী বোঝ?
৫। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি কী বলেছেন?
৬। রুশোর মতে শৈশবে পাঠ্যক্রম কিরূপ হওয়া উচিত?
৭। রুশোর মতে বাল্যের পাঠ্যক্রমে কোন কোন বিষয় থাকবে?
৮। কৈশোরের পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলি উল্লেখ করো।
৯। শিক্ষক সম্পর্কে রুশোর ধারণা ব্যক্ত করো।
১০। রুশোর লেখা কয়েকটি বই-এর নাম উল্লেখ করো।

Scanned with OKEN Scanner